

☰ মারইয়াম | Maryam | مَرِيَم

আয়াতঃ ১৯ : ৫০

📖 আরবি মূল আয়াত:

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

A 📖 অনুবাদসমূহ:

আর আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহ দান করলাম আর তাদের সুনাম সুখ্যাतिकে সমুচ্চ করলাম। — আল-বায়ান

আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ আর সত্যিকার নাম-যশের সুউচ্চ সুখ্যাতি। — তাইসিরুল

এবং তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ ও তাদের দিলাম সমুচ্চ বংশ। — মুজিবুর রহমান

And We gave them of Our mercy, and we made for them a reputation of high honor. — Sahih International

৫০. এবং তাদেরকে আমরা দান করলাম আমাদের অনুগ্রহ, আর তাদের নাম-যশ সমুচ্চ করলাম।

তফসীরে জাকারিয়া

(৫০) এবং তাদেরকে আমি দান করলাম আমার বহু অনুগ্রহ[1] ও তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ খ্যাতি। [2]

[1] অর্থাৎ, নবুঅত ছাড়া আরো অনেক অনুগ্রহ তাকে দান করেছিলাম। যেমন ধন-মাল, অতিরিক্ত সন্তান-সন্ততি, অতঃপর তারই বংশে বহু কাল পর্যন্ত নবুঅতের পরম্পরা বজায় রাখা; যা ছিল সব থেকে বড় অনুগ্রহ যা আমি তার উপর করেছি। আর সেই কারণে ইবরাহীম (আঃ)-কে ‘আবুল আশিয়া’ (নবীদের পিতা) বলা হয়ে থাকে।

[2] لِسَانَ صِدْقٍ অর্থঃ সুনাম ও সুখ্যাতি। لِسَانَ (জিহ্বা)র সম্বন্ধ صِدْقٍ (সত্য) এর দিকে জুড়ার পর তার বিশেষণ ‘সমুচ্চ’ উল্লেখের মাধ্যমে এই কথার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের মুখে তাঁদের যে সুনাম ও সুখ্যাতি আছে, বাস্তবেই তাঁরা তার যোগ্য অধিকারী। সুতরাং আসমানী ধর্মসমূহের সকল অনুসারীগণ এমন কি মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের কথা উত্তম শব্দ দ্বারা ও অত্যধিক আদব ও সম্মানের সাথে আলোচনা করে থাকে। এটি নবুঅত ও সন্তান দানের পর অন্য একটি অনুগ্রহ, যা আল্লাহর পথে হিজরত করার জন্য তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

তফসীরে আহসানুল বায়ান

হাদিসবিডিৰ প্ৰজেক্টে অনুদান দিন